লকডাউনের ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবীকায়নের উপর এর প্রভাব: কোস্ট ট্রাস্টের সমীক্ষার ফলাফল

খাদ্য সংকটে পড়েছে ৫৭.১ শতাংশ মানুষ, ৬২.৯ শতাংশ নিয়েছেন চড়াসুদে ঋণ, আগাম শ্রম বিক্রিতে বাধ্য হয়েছেন ২২.৯ শতাংশ, ৪৫.৮ শতাংশ পরিবারে বেড়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা

১. ভূমিকা:

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও আজ করোনা সংকটে। সংক্রমণ রোধ ও মৃত্যু ঠেকাতে গ্রহণ করা হয়েছে নানা ধরণের পদক্ষেপ। তার মধ্যে অন্যতম হলো সাধারণ ছুটি বা লকডাউন ঘোষণা। অফিস-আদালত ও স্বাভাবীক কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে গত ২৬ মার্চ থেকে। দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষত যারা শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের, দৈনন্দিন আয়ই যাদের চলার বড় অবলম্বন, তাদের কাজকর্ম ও রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থ ও খাদ্য সহায়তার জন্য মানুষকে পথে পথে ঘুড়তে দেখা গেছে। সংকটে দিশেহারা এই মানুষের উপর লকডাউনের প্রভাব কতোটা পড়েছে তা জানতেই কোস্ট ট্রাস্টের এই গবেষণার অবতারণা।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

১. লকডাউনের ফলে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
২. উক্ত প্রভাব বা সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের চাহিদাগুলোকে যাচাই করা।
৩. চাহিদাগুলো মোকাবেলায় সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ফলাফলের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধমে কোস্ট কর্ম এলাকা যথাক্রমে চট্টোগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের ৬টি উপকূলীয় অঞ্চলের ১২টি শাখা, যার মধ্যে ২টি শাখা নেয়া হয়েছে নগর অঞ্চল থেকে। প্রত্যেক শাখায় গড়ে ২০ টি করে মোট ২৪০ টি সাধারণ পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। "র‍্যাপিড রিসার্চ" বা দ্রুত গবেষণা সম্পাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে সমীক্ষার ফলাফল জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.১ সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা:

নিম্নআয়ের ও দৈনিক শ্রমজীবী মানুষ, যারা তাদের পেশা ও প্রয়োজনের কারণেই বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন, পাশাপাশি দারিদ্রের কারণে ঘরে থাকা যাদের পক্ষে কঠিন, ঘরে পর্যাপ্ত সুবিধাদি যাদের নাই, এমন মানুষকেই উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় যেসব পেশা ও শ্রেণী অবস্থানের মানুষের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে তারা হলেন-

- কৃষক,
- দৈনিক খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ,
- হকার, ক্ষুদ্র বাবসায়ী,
- ক্ষুদ্র ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, নিম্ন আয়ের কর্মচারী (যার বেতন ১০-১২ হাজার টাকার মতো),
- গৃহিনী,
- অন্যর বাড়িতে কাজে সহায়তাকারি ব্যক্তি,
- ভিক্ষুক
- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দরিদ্র সদস্য।

৪. সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

সমীক্ষার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র অনুযায়ী, ১৬টি প্রশ্ন থেকে পরিবারভিত্তিক যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো নিচে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

৪.১ ব্যক্তিগত তথ্য

উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫৭.৩% এবং পুরুষ প্রধান ৪২.৭%।

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল ১৮-২৫ বছরের মধ্যে ১১.৭%, ২৬-৩৫ বছর ৩৮.১%, ৩৬-৪৫ বছর ৩১.৪%, ৪৬-৬০ বছর ১৫.৯% এবং ৬১+ বয়সী ছিলেন ২.৯% ব্যক্তি।

পেশার বিবেচনায় কৃষক ছিলেন ৫.৯%, জেলে ১০.৫%, শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন ১৮%, ক্ষুদ্র বাবসায়ী ১৪.২%, চাকরিজীবী ৯.২%, গৃহিণী ৩৮.১ এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত এমন উত্তরদাতা ছিলেন ৪.২%।

উত্তরদাতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে ৮৩.৩% এবং নগর পর্যায়ে ১৬.৭%।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সদস্য ছিলেন ৯০.৮% এবং অন্যান্য ৯.২% ব্যাক্তি।

৪.২ জনজীবনে লকডাউনের প্রভাব নিয়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

১. লকডাউনের প্রভাবে আপনার পরিবারের আয়ের উৎস কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯৮.৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন হ্যা এবং ১.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন না।

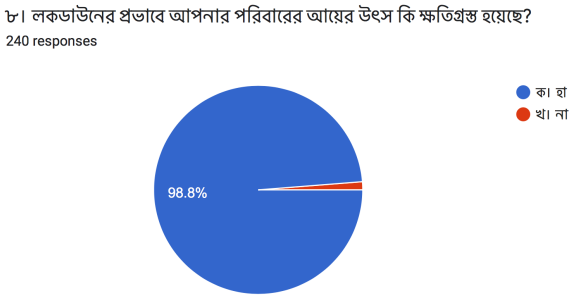

২. লকডাউনের পূর্বে স্বাভাবিক সময়ে আপনার পরিবার দিনে কতবেলা খাবার গ্রহন করতো?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯৯.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের পরিবার ৩ বেলা এবং মাত্র ০.৪% পরিবার ২ বেলা খাবার গ্রহণ করতো।

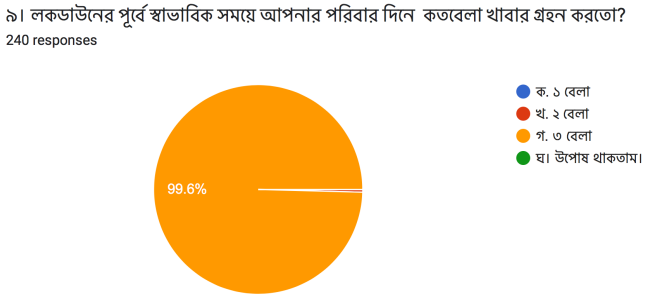

৩. লকডাউনকালীন এখন দিনে কতবেলা খাবার গ্রহণ করে?

মাত্র ১ বেলা খাবার গ্রহণ করে ৫.৪% পরিবার, ২ বেলা খাবার গ্রহণ করে ৫২.১% এবং ৩ বেলা খাবার গ্রহণ করে ৪২.৫% পরিবার।

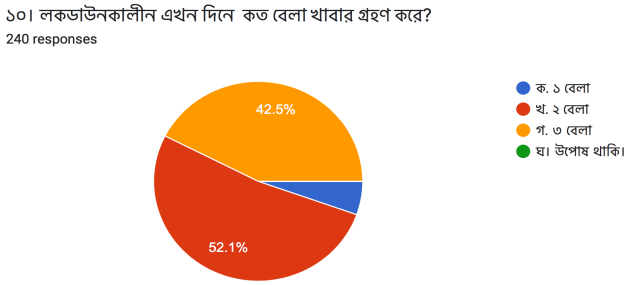

৪. লকডাউনের পূর্বে গড়ে পরিবারের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস ও ডিম ছিল-

গড়ে প্রতিদিন ৩১.৭% পরিবারের, সপ্তাহে ১-২ দিন ১২.১% পরিবারের এবং গড়ে ৩-৪ দিন ছিল ৫৬.৩% পরিবারে।

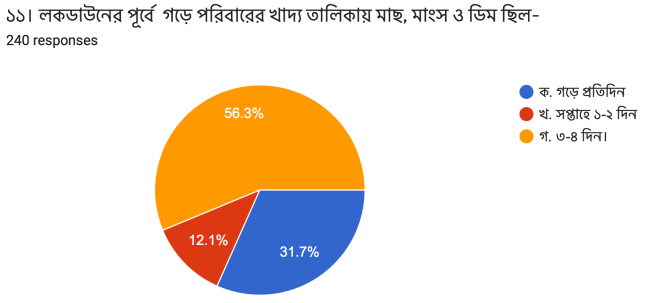

৫. লকডাউনকালীন বর্তমান সময়ে গড়ে পরিবারের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস ও ডিম থাকে–

গড়ে প্রতিদিন থাকে এমন বলেছেন ০.৪% পরিবার। সপ্তাহে ১–২ দিন থাকে ৮৬.৬% এবং ৩–৪ দিন থাকে ১৩% পরিবারের।

১২। লকডাউনকালীন বর্তমান সময়ে গড়ে পরিবারের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস ও ডিম থাকে-
239 responses

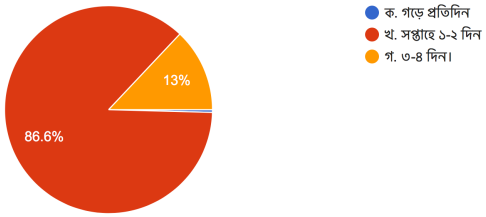

৬. লকডাউনের পূর্বে স্বাভাবিক সময়ে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ২.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ৩– ৫ হাজার টাকা। ২৮.১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ৬–১০ হাজার, ৫৪.৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ১১– ১৫ হাজার এবং ১৫.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ১৬ হাজারের অধিক টাকা তাদের পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল।

১৩। লকডাউনের পূর্বে স্বাভাবিক সময়ে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল?
231 responses

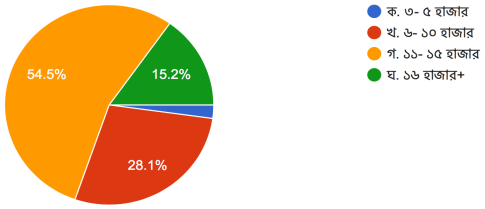

৭. লকডাউনকালীন আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ৪০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ১– ৫ হাজার, ১৯.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ৬– ১০ হাজার, ৪.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ১১– ১৫ হাজার, ১.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন ১৬ হাজারের অধিক এবং ৩৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এখন তাদের কোন ধরণের আয় নেই।

১৪। লকডাউনকালীন আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ?
240 responses

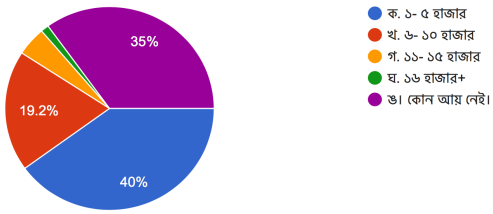

৮. আয় কমে গেলে কত শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন?

উত্তরদাতাদের ৭.৯% মনে করেন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আয় কমে গেছে, ১৯.২% মনে করেন ৫০শতাংশ পর্যন্ত কমেছে, ৩৮.৮% মনে করেন ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে এবং ৩৪.২% উত্তরদাতা মনে করেন তারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

১৫। আয় কমে গেলে কত শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন?
240 responses

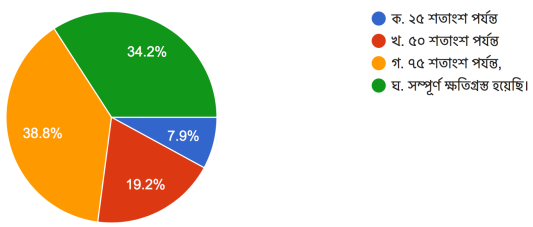

৯. লকডাউনের ক্ষতি বা সংকট মোকাবেলা করতে আপনি/পরিবার কি করেছেন?

বিনা সুদে ধার করেছি বলেছে ১৭.৫% পরিবার, সুদে ধার করেছি বলেছে ৬২.৯% পরিবার, ধার করি নাই বলেছে ৬.৩% পরিবার এবং ধার পাই নাই বলেছে ১৩.৩% পরিবার।

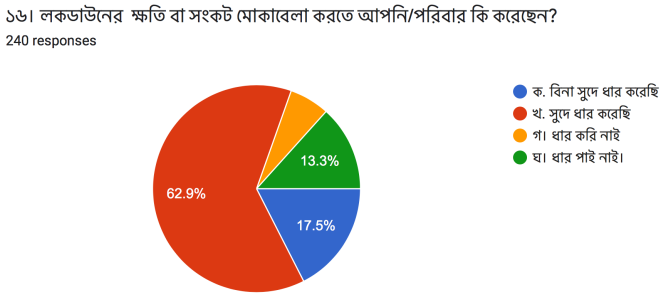

১০.ধার বা ঋণ করলে তার পরিমাণ কত ছিল?

এর উত্তরে ৩৫.২% পরিবার ধার বা ঋণ করেছেন ১- ৫ হাজার টাকা, ৩৬.২% পরিবার করেছেন ৬- ১০ হাজার, ১৬.৬% পরিবার করেছেন ১১- ১৫ হাজার এবং ১২.১% পরিবার করেছেন ১৬ হাজার বা তার বেশি।

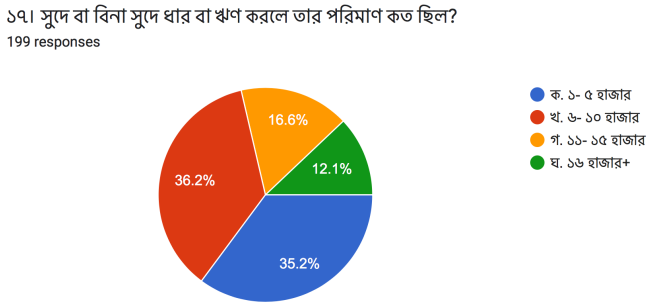

১১.লকডাউনের ক্ষতি/সংকট মোকাবেলায় আপনি বা পরিবারকে ধার বা ঋণ ছাড়া আর কি কি করতে হয়েছে?

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে এক্ষেত্রে আমরা একাধিক উত্তর পেয়েছি। ৪৮.৩% উত্তরদাতা বলেছেন সংকট মোকাবেলায় তাদেরকে জমাকৃত সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে। গরু-ছাগল, হাস-মুরগি বিক্রি করতে হয়েছে বলেছেন ৩৫.৪%। গহনা বিক্রি করতে হয়েছে বলেছেন ৭.১%। রিকশা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে বলেছেন ৪.২%। জমিবিক্রি বা বন্ধক রাখতে হয়েছে বলেছেন ২.১%। দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি করতে হয়েছে বলেছেন ২২.৯% এবং আমার কিছু করার কোন উপায় ছিল না বলেছেন ২১.৩% উত্তরদাতা।

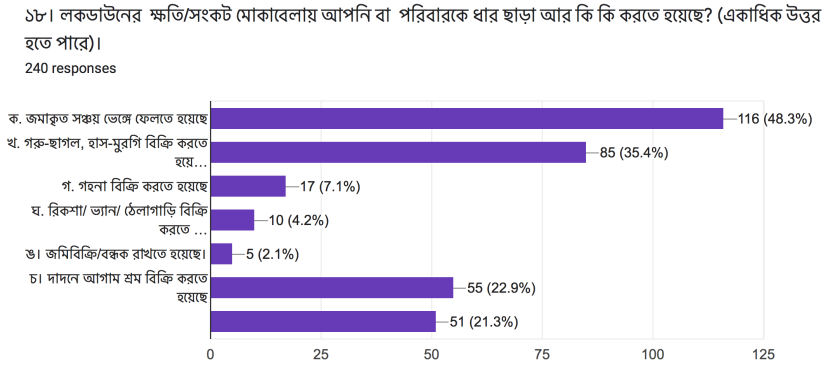

১২.লকডাউনের প্রভাবে আপনার পরিবারে কোন ধরণের নারীর প্রতি সহিংসতা হয়েছে বলে মনে করেন কী?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ৫৪.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন হ্যা তাদের পরিবারে সহিংসতা হয়েছে এবং ৪৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন হয়নি।

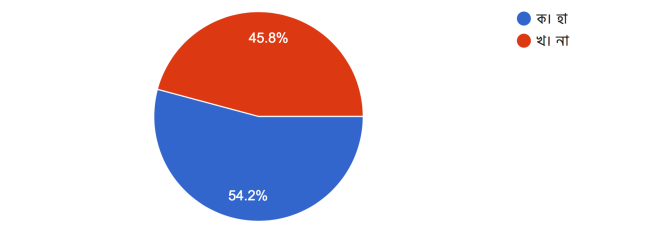

উল্লেখ্য, আমরা এই প্রশ্ন আমরা (ক) পুরুষ প্রধান পরিবারে নারী ও পুরুষদের এবং (খ) নারী প্রধান পরিবারে শুধুমাত্র নারীদের আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তর গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য নারী, নারী সহকর্মী ও পরিচিত প্রতিবেশি নারীদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় কাছাকাছি উত্তর পাওয়া গেছে। পুরুষ প্রধান পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেছে জানিয়েছে ৫১.২% নারী-পুরুষ সদস্য আর নারী প্রধান পরিবারে নারীরা এই হার জানিয়েছেন ৪৭.৫%। নিচে তা দেখানো হলো-

পুরুষ প্রধান পরিবার থেকে প্রাপ্ত উত্তর	নারী প্রধান পরিবার থেকে প্রাপ্ত উত্তর
১৯। লকডাউনের প্রভাবে আপনার পরিবারে কোন ধরণের নারীর প্রতি সহিংসতা হয়েছে বলে মনে করেন কী? 121 responses 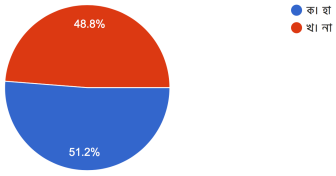	১৮। লকডাউনের প্রভাবে আপনার পরিবারে কোন ধরণের নারীর প্রতি সহিংসতা হয়েছে বলে মনে করেন কী? 118 responses 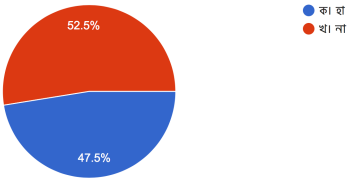

১৩.যদি সহিংসতা ঘটে থাকে তবে তা কোন পর্যায়ের?

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গালাগালি দেয়া বা কটূক্তি করা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেছেন ৮২.১% পরিবার। কোন কোন ক্ষেত্রে গায়ে হাত তোলা পর্যন্ত হয়েছে বলেছে ৯% এবং বাপের বাড়ি থেকে অর্থসাহায্য আনার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে বলেছেন ৯% পরিবার।

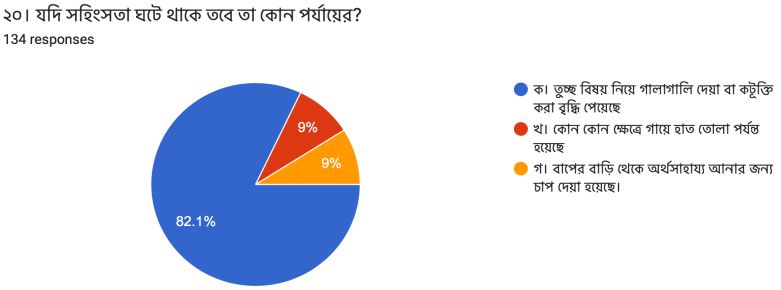

১৪.লকডাউনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপনার/পরিবারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আমরা এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর পেয়েছি। ৩৮.৩% উত্তরদাতা বলেছেন তাদেরকে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে জমাকৃত সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হবে। গরু-ছাগল, হাস-মুরগি বিক্রি করতে হবে বলেছেন ১২.৯%। গহনা বিক্রি করবেন বলেছেন ৬.৭%। রিকশা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ি বিক্রি করবেন বলেছেন ১.৭%। জমিবিক্রি বা বন্ধক রাখবেন ১.৭%। এনজিও, ব্যাংক বা মহাজনের কাছে ঋণ করবেন ৭৭.৯%। দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি করতে হবে বলেছেন ১৫% এবং কোন উপায় নাই বলেছেন ৭.৫% উত্তরদাতা।

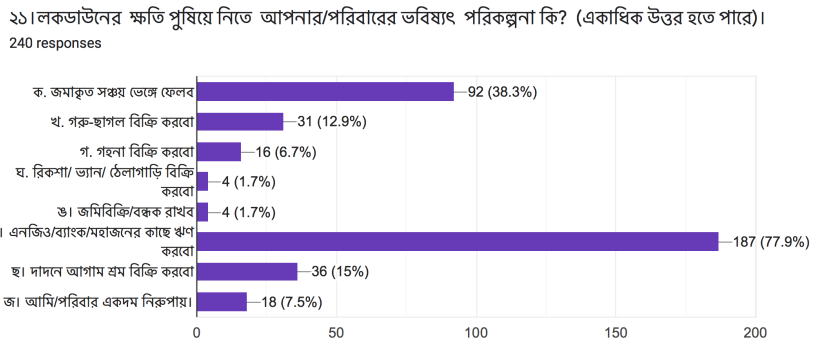

১৫.এ সময়ে এনজিও হতে আপনারা কি ধরণের সহযোগীতা আশা করেন?

নতুন ঋণ সহায়তা চাই বলেছে ৪০.৮% উত্তরদাতা। চলমান ঋণের সিলিং বৃদ্ধি চান ১৩.৩% উত্তরদাতা। সহযোগী ঋণ চান ৪২.৫% এবং কোন সহায়তা লাগবে না বলেছেন ৩.৩% উত্তরদাতা।

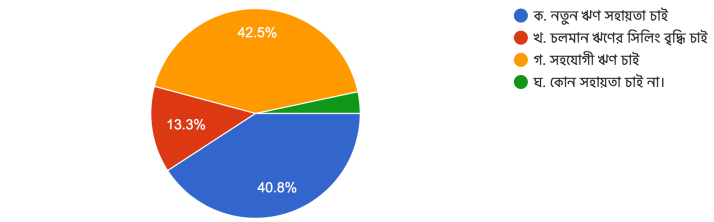

১৬.সরকার হতে কি ধরণের সহযোগীতা আশা করেন?
ত্রাণ সহায়তা চেয়েছেন ৬৮.৮% পরিবার। নগদ অর্থ সহায়তা চেয়েছেন ২১.৩% পরিবার। ঋণ সহায়তা চেয়েছেন ৭.৯% এবং কি সহায়তা চাইবেন তা জানিনে না ২.১% পরিবার।

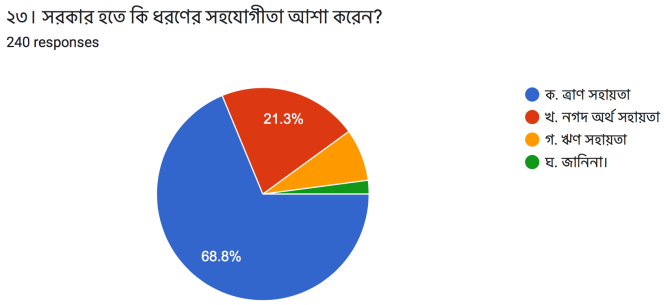

৫. লকডাউনে পরিবারের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের চড়াসুদে মহাজনী ঋণ গ্রহণ দেশে দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি ও মধ্যম আয়ের দেশ হবার গতিপথকে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত করবে

সমীক্ষায় দেখা গেছে কাজকর্ম ঠিকমতো করতে না পারায় ৯৮.৮ শতাংশ সাধারণ মানুষ ক্ষতির শিকার হয়েছেন। আগে ৩ বেলা খাবার খেতে পারতো প্রায় ১০০ শতাংশ পরিবার কিন্ত লকডাউনের কারণে কাজকর্ম বন্ধ থাকায় মাত্র ৪২.৫ শতাংশ পরিবার ৩ বেলা খাবার খেতে পারেন। গড়ে প্রতিদিন মাছ বা মাংস খেতেন এমন পরিবার ছিল ৩১.৭ শতাংশ বর্তমানে তা নেমে এসেছে ০.৪ শতাংশে।

লকডাউনের পূর্বে যেখানে ১-৫ হাজার টাকা আয় ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ পরিবারের। দারুণভাবে আয় কমে যাওয়ায় এখন তা এসে দাড়িয়েছে ৪০ শতাংশ পরিবারের আয়ের মাঝে। ফলে সংকট মোকাবেলায় ৮০.৪ শতাংশ পরিবারকে সুদে বা বিনা সুদে ঋণ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ করেছে ৬২.৯ শতাংশ পরিবার। সুদের হার মাসিক ১০ শতাংশ পর্যন্ত। যেখানে ৩৫ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে যে এখন তাদের কোন ধরণের আয় নেই, সেখানে মাসিক ১০ শতাংশ হারে সুদের টাকা তারা কিভাবে শোধ করবেন?

নগদ অর্থ ও খাদ্য সংকটের মাঝে সাধারণ মানুষের এখন বিপর্যস্ত। সারাক্ষণ মানসিক অশান্তিতে থাকা মানুষগুলো তুচ্ছ কারণেই পরিবারে সহিংসতা বাড়াচ্ছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.২ শতাংশ পরিবারে নানা পর্যায়ে সহিংসতা ঘটেছে বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া গেছে।

লকডাউনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ হিসেব উত্তরদাতাগণ দাদনে আগাম শ্রম বিক্রিসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা বিক্রি করবেন বলে জানিয়েছেন। ঋণ করবেন বলেছেন ৭৭.৯ শতাংশ পরিবার। তারা যদি সহজ শর্তে ঋণ না পেয়ে এখন মহাজনের কাছে যান তবে তা হবে তাদের জন্য চরম সর্বোনাসের। নিঃশ্ব পরিবারগুলো চড়াসুদের এই ঋণ শোধ করতে না পারলে মহাজনের কাছে আজীবন দাসের মতো হয়ে যাবেন। মহাজনেরা যা বলবেন তাই তাদের শুনতে হবে। সারা জীবন দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি করেও তাদের এই ঋণ শোধ হবার নয়।

৬. সংকট মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের চাহিদা:

গবেষণার তথ্য মতে সাধারণ মানুষের চাহিদানুযায়ী বর্তমানে তাদের হাতে খাদ্য ও অর্থের যোগান দেয়াই হলো সবচেয়ে জরুরী। সেইসাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা তাদের স্বাভাবীক জীবনে ফিরতে চান। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে তাই তারা খাদ্য ও সহজে নগদ অর্থ পাওয়ার জন্য তীব্র আকাংখা ব্যক্ত করেছেন।